গোস্ত, ঈদ, শয়তান ও ফাটা চাঁদ

বনি আমিন

বাংলাদেশে বকরী ঈদ বা ঈদুল আযহার সময় ঘনিয়ে আসলে হাটে, ঘাটে, অফিস আদালত বা রাস্তায় সর্বস্থানে একটি প্রশ্নের মুখোমুখি প্রায় সকলেই হয়ে থাকে। 'আপনি কি ভাই?', এর উত্তরে শোনা যায়, 'আমি ছাগল' অথবা 'আমি গরু' ইত্যাদি। চাঁদ নিয়ে চাঁদপুরের একটি বিশেষ স্থান ছাড়া বাংলাদেশের আর কোথাও মতভেদ থাকেনা বলে জাতীয়ভাবে ঈদ একদিনেই পালন হয়ে থাকে। অষ্ট্রেলিয়ার সিডনী সহ বিশ্বের অন্যান্য অমুসলিম দেশে এই চাঁদ ও ঈদ নিয়ে ফীবছর একটা ঘাপলা লেগেই থাকে। যার ফলে মুসলিম দেশ গুলোতে খৃষ্টানরা যীশুর জন্মদিন হিসেবে 'বড়দিন' এর জাতীয় ছুটি ভোগ করলেও অমুসলিম দেশে মুসলিমরা এ সুবিধা কোনদিন পায়নি এবং নিশ্চিত করে বলা যায় যে কেয়ামতের দিন অবধিও কোনদিন তারা পাবেনা। কারনটা মুসলমানদের অনৈক্যতা, খৃষ্টান বা অমুসলিমদের 'অবিচার' নয়। দ্বিখন্ডিত ফাটা চাঁদটি জগৎ সংসারের হতভাগা মুসলমানদের কপালে যেন চীরদিনের 'ফাটল-তিলক' পরিয়ে দিয়েছে। চাঁদের ফাটল জোড়া লাগানো যেমন অসম্ভব ঠিক তেমনি মুসলমানদের বিচ্ছেদ জোড়া লাগানোও কখনো সম্ভব নয়।

ঈদ মৌসুমে সিডনীতে কেউ গরু বা ছাগলের খোঁজ নেয়না তবে প্রায় শোনা যায় একজন আরেকজনকে প্রশ্ন করছে, 'কি ভাই আপনি কবে ঈদ করছেন?' অথবা 'আপনার গোস্ত কবে পাবেন?' ইত্যাদি। যেমন প্রশ্ন, তেমন উত্তর। 'আমার গোস্ত অমুক দিন পাবো' অথবা 'কোরান বা বিজ্ঞান নয়, আমি নবী'র দেশকে অনুসরন করি, যে রাতে মক্কার মুজদালিফায় হাজীরা শয়তানকে মারার জন্যে ৪৯টি পাথর সংগ্রহ করবে ঠিক সেই সময়টিতে আমি সিডনীতে ঈদের নামাজ পড়বো।' অর্থাৎ হাজীরা আরাফাত ময়দান থেকে ফেরার পথে নামাজ বন্দেগি করে পরেরদিন ভোরে শয়তানকে পাথর মারার অপেক্ষায় মুজদালিফায় যখন রাতযাপন করে, সময়ের ব্যবধানে, ঠিক তক্ষুনি সিডনীর একাংশ বাংলাদেশী মুসলমান ঈদের জামাতে নামাজ পড়তে দাঁড়ান। অনেকে বলেন কোরবানীর আগের রাত একটা নির্বোধ পশুও অনুভব করতে পারে পরেরদিন তাকে জবাই করা হবে, তাই সারা রাত সে অঝোরে কাঁদে। ছুটে পালিয়ে যেতে পারেনা তার কঠিন কণ্ঠরজ্জুর কারনে অথবা মালিকের অর্থ লোকসানের আশংকায়। কিন্তু আগুনের তৈরী শয়তানের কণ্ঠে নালতের তবক থাকার কারনে সে চীরকালই মুক্ত। মুহুর্তে যেকোন স্থানে সে উড়ে যেতে পারে। তাহলে জিজ্ঞাসা থেকে যায়, যখন তীর্থযাত্রী হাজীরা শয়তানকে ইষ্টক ছুঁড়ে মারার প্রস্তুতি নিয়ে থাকে, তখন বন্ধনহীন ঐ অজস্র শয়তানগুলো যায় কোথায়? দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ইষ্টক ঘায়ে কষ্ট পাবে, শয়তানতো এমন নিরীহ নয়। কিছু ইসলামী চিন্তাবিদদের উপদেশানুযায়ী সমাধান খুঁজে পাওয়া যায় যে শক্ত ও সবল অথচ ভীতসন্ত্রস্থ শয়তানগুলো তখন আহাজারি করতে করতে পৃথীবির পূর্বাঞ্চলের দেশগুলোতে ছুটে আসে এবং মনুষ্য রূপ ধারন করে তারা ঈদের নামাজের জামাতে সামিল হয়ে থাকে। পবিত্র মক্কার মিনার জামারায় যখন হাজীরা নিরীহ নাবালক, পঙ্গু ও অশীতিপর বৃদ্ধ শয়তানগুলোকে ইটের আধ্লা মেরে ক্ষতবিক্ষত করে প্রায় ক্লান্ত ঠিক তখন সুস্থ ও সবল প্রজন্মের শয়তানগুলো অষ্ট্রেলিয়া সহ বিভিন্ন দেশের ফতোয়াবাজ মুসলমানদের টুপির নীচে এসে নিরাপদ আশ্রয়ে লুকিয়ে থাকে। হাজীদের আনুষাঙ্গিক ক্রিয়াকর্ম সমাপন শেষে সেই শয়তানগুলো পুনরায় তাদের স্থায়ী আবসস্থল সৌদি আরবে নিরাপদ মনে করে ফিরে যায়। শয়তান থেকে মুক্ত হওয়ার পরদিন সিডনী সহ অষ্ট্রেলিয়ার বিভিন্নাঞ্চলের নিরীহ মুসল্লীরা তখন হাঁফ ছেড়ে বাঁচে এবং পরের দিন ঈদগাহ্তে তারা নামাজ পড়তে সামীল হয়।

হিসেব মত এ বছর দেখা গেছে মক্কাতে হাজীরা শুক্রবার রাতে শয়তানকে মারার জন্যে হন্য হয়ে ইষ্টক সংগ্রহ করছিল তখন আট ঘন্টার ব্যবধানে অষ্ট্রেলিয়ার সিডনীতে ঘড়ির কাঁটায় শনিবার ভোর ছয়টা। মক্কায় শনিবার ভোর ছয়টা মিনার জামারায় শয়তানকে ইট মারা শেষে হাজীরা যখন আল্লাহ্‌র নামে পশু উৎসর্গ করেছেন তখন সিডনীতে শনিবার দুপুর ২টা, অর্থাৎ শোকাহত শয়তানরা তখনো অষ্ট্রেলিয়া ত্যাগ করেনি। পেছনে ফেলে আসা তাদের পঙ্গু ও দুর্বল আত্মিয় স্বজনদের জন্যে শয়তানরা নিউ জিয়াল্যান্ড সহ অষ্ট্রেলিয়ার বিভিন্ন ঈদের জামাতে সুর্যোদয়ত্তোর আল্লাহর করুনা ভিক্ষায় সেজদায় পড়েছিল। শনিবার (৩০/১২/০৬) বিকেল থেকে ধীরে ধীরে শয়তানরা প্যাসিফিক ও অষ্ট্রেলেশীয়ান দেশগুলো থেকে যখন প্রস্থান শুরু করে, কেবল মাত্র তখনই নিরীহ ও সুন্নাহভিত্তিক মুসলমানরা রবিবার (৩১/১২/০৬) সকালে ঈদের নামাজ পড়ার জন্যে প্রস্তুতি গ্রহন শুরু করেন।

অনেকের মতে কোরবানীর ঈদে পশুর 'গোস্ত' হচ্ছে মূল আর্কষনীয় বিষয়। অষ্ট্রেলিয়াতে নিজ হাতে কোরবানী দেয়া যায় না। তাই অনেকে সের বা কেজি হিসেবে কসাইয়ের দোকানে অগ্রীম অর্থ জমা দিয়ে কোরবানীর শরীক হয়ে থাকে। অমুসলিম দেশে মুসলিমদের সুস্বাস্থ্যের কথা বিবেচনা করে বিজ্ঞান সম্মতভাবে জবাইকৃত পশুর গোস্ত ৮ থেকে ১২ ঘন্টা ফ্রীজে সংরক্ষন করার নিয়ম বেঁধে দেয়া হয়। তাই ঈদের দিন এবাড়ী ওবাড়ী ঘুরে পড়ন্ত বিকেলে কোরবানীর তাজা গোস্তের ঝোল দিয়ে চালের রুটি খাওয়া অমুসলিম দেশ অষ্ট্রেলিয়াতে স্বপ্নেও ভাবা যায়না। নানা রকম আনুষাঙ্গিকতা শেষে প্রায় দু চার দিন পর কসাইয়ের দোকান থেকে খরিদ করার ন্যায় কোরবানী দেয়া পশুর গোস্ত হাতে ও পাতে দেখা যায়। এবার সিডনীর সকল এ্যাবেটর (পশু নিধনক্ষেত্র) গুলো শুক্রবার (২৯/১২/০৬) থেকে সোমবার (০১/০১/২০০৭) পর্যন্ত 'রাম ছুটিতে' বন্ধ হয়ে গেছে। প্রতিটি এ্যাবেটর পুনরায় খুলবে মঙ্গলবার (০২/০১/২০০৭) ভোর থেকে। সে হিসেবে অনুমান করা যায় বুধবার (০৩/০১/২০০৭) এর আগে 'হালাল'ভাবে নিধনকৃত কোরবানীর গোস্ত পাওয়া একেবারেই অসম্ভব। উৎসর্গ কর্তা কোন মুসলমান যদি মঙ্গলবার অথবা তার আগে কোরবানীর গোস্ত হাতে পেয়ে থাকেন, তবে বুঝে নিতে হবে সেই পশু এ্যাবেটর বন্ধ হওয়ার আগে অর্থাৎ শুক্রবার (২৯/১২/২০০৭) এর আগে জবাই করা হয়েছিল। তাহলে প্রশ্ন থেকে যায়, মক্কায় পবিত্র হজ্ব উদযাপন করা শেষে পরদিন ভোরে শয়তানকে ইট মারার আগে পৃথিবীর কোন অংশে কোরবানী দেয়া কি সত্যি জায়েজ? আধুনিক বিজ্ঞান ও চুড়ান্ত সভ্যতার এই যুগে কারা এ সকল জটিল প্রশ্নের উত্তর দেবেন কেউ জানেনা, তবুও প্রতি বছর লক্ষ কোটি অসহায় মুসলমান মুসল্লিরা চেয়ে থাকে গগণমুখী দ্বিখন্ডিত পোড়া-কপালি ঐ ফাটা চাঁদের দিকে।

বনি আমিন, সিডনী, ৩১/১২/২০০৬

দ্বিখন্ডিত চাঁদ দেখার জন্যে এখানে টোকা মারুন ⟶ ফাটা চাঁদ